আমঝুপিতে মনগড়া প্রকল্পের বিল না দেওয়ায় প্যানেল চেয়ারম্যানকে পেটালেন সাবেক চেয়ারম্যান

সংশ্লিষ্ঠ সদস্যদের স্বাক্ষর ছাড়া মনগড়া প্রকল্পের বিল না দেওয়ায় মেহেরপুরের আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলামকে বেধড়ক পিটিয়েছেন সাবেক চেয়ারম্যান ও বিএনপি নেতা সাইফুল ইসলাম তার অনুসারীরা।

আজ রবিবার সকাল ১১ টার দিকে আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদে এ ঘটনা ঘটে। এসময় ভিডিও ধারণ করতে গেলে ফয়সাল নামে এক যুবকের মোবাইল কেড়ে নিয়ে ভেঙে ফেলার অভিযোগ উঠেছে সাইফুল ইসলামের বিরুদ্ধে।

জানা গেছে, ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়া্র্ড সদস্য আবুল কাসেম ও ১,২,৩ সংরক্ষিত সদস্য বনি খাতুনের নামের দুটি কাজের বরাদ্দ দেওয়া হয় পরিষদ থেকে। কিন্তু প্রকল্প দুটি ওই দুই সদস্যর বিপরীতে জোরপূর্বক কাজ করেন সাইফুল ইসলাম। সংশ্লিষ্ট সদস্য ছাড়া কাজ করায় তাদের অনুমোদন ছাড়ায় রবিবার সকালে ওই বিল তুলতে সাইফুল ইসলাম, তার ভাই শফিকুল ইসলামসহ ১০/১২ জনের একটি দল পরিষদ কার্যালয়ে যান।

এসময় প্যানেল চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলামকে বিল দিতে বলেন সাইফুল ইসলাম। এসময় তিনি বিল দিতে অস্বীকৃতি জানালে কথাকাটাকাটির এক পর্যায়ে সাইফুল ইসলাম, শফিকুল ইসলামহ তার সঙ্গিরা প্যানেল চেয়ারম্যানকে বেধড়ক পিটিয়ে আহত করে। খবর পেয়ে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সদর থানার একটি দল গিয়ে ঘটনাস্থল থেকে আহত প্যানেল চেয়ারম্যানকে উদ্ধার করেন। পরে তাকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

আহত প্যানেল চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম বলেন, আমি আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান। এর আগে দুটি প্রকল্প হয়েছে অন্য মেম্বারের নামে। সাইফুল সাহেব আমাকে ওভারটেক করে নিজে কাজ করে বিল তুলে নেবে। আমি এর আগেও বিল তুলে দিয়েছি। আবার আরেকটি কাজ করেছে ওই মেম্বারের নামে। মেম্বারকে বাদ দিয়ে নিজেই প্রকল্প তুলে

নিয়ে আবার আমাকে বলেছে বিল করে দিতে। আমি বলেছি, আমি এভাবে বিল করে দেব না। কোনো মেম্বারের অনুমোদন নেই, মেম্বারদের মিটিং নেই—এ ধরনের বিল আমি করব না। এ বিষয় নিয়ে রাগারাগির একপর্যায়ে আমাকে পরিষদের সচিব, নিরাপত্তাকর্মী সকলের সামনে আমাকে বেধড়ক মারধর শুরু করে।

তবে অভিযুক্ত সাইফুল ইসলাম ফোন রিসিভ না করায় তার বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি হুমায়ুন কবির বলেন, আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের ঘটনায় এখনো কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

তবে, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বাবলু সূত্রধর বলেন, আমি খবর পাওয়ার পরপরই প্যানেল চেয়ারম্যানকে থানায় মামলা করার নির্দেশ দিয়েছি। সাবেক চেয়ারম্যান সাইফুল সাহেব ফৌজদারী অপরাধ করেছেন এটা তিনি করতে পারেন না।’

মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম কারামুক্ত

মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম কারামুক্ত হয়েছেন। আজ রোববার তিনি মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালত থেকে জামিন লাভের পর সন্ধ্যায় কারাগার থেকে মুক্তি পান।

উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের এপ্রিলে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন-সংক্রান্ত একটি মামলায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে আদালতের মাধ্যমে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছিল।

কারামুক্তির পর তাঁর স্বজন, শুভাকাঙ্ক্ষী ও রাজনৈতিক সহকর্মীদের মধ্যে আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় সাংবাদিকদের সঙ্গে সাবেক চেয়ারম্যান সেলিমের মতবিনিময় ও ইফতার

আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও জেহালা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আসিরুল ইসলাম সেলিম এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।
সোমবার বাদ আসর মুন্সিগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ মতবিনিময় সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেহালা ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি তাহাজ উদ্দিন মাস্টার, দৈনিক মাথাভাঙ্গার বার্তা সম্পাদক ও দৈনিক যুগান্তরের চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি ছড়াকার আহাদ আলী মোল্লা, আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রেসক্লাবের সিনিয়র সদস্য রহমান মুকুল, সিনিয়র সাংবাদিক শ্রী প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস, ফিরোজ ইফতেখার, তানভীর সোহেল, আতিক বিশ্বাস, দৈনিক মাথাভাঙ্গার শিফট ইনচার্জ আলম আশরাফ, আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি নাহিদ হাসান, সহ-সভাপতি সোহেল হুদা ও আব্দুল্লাহ হক, সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক শাওন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অনিক সাইফুল ও তানজিদ হিরো, সাংগঠনিক সম্পাদক সঞ্জু আহমেদ, দপ্তর সম্পাদক শরিফুল ইসলাম রোকন, কোষাধ্যক্ষ শাহরিয়ার শরিফ, আইসিটি বিষয়ক সম্পাদক কাজী সোহাগ, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক রিপন আলী, কার্যনির্বাহী সদস্য সেলিম রেজা, সালাউদ্দিন মুক্তার, কলিন মোর্শেদ, আব্দুল্লাহ আল মামুন, মহিদুল ইসলাম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি আসিরুল ইসলাম সেলিম বলেন, পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আগামী দিনে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চান তিনি। তিনি বলেন, আলমডাঙ্গা উপজেলাকে একটি মডেল উপজেলা হিসেবে গড়ে তুলতে এ বৃহত্তর জনপদের মানুষের সেবা করতে চান।

তিনি আরও বলেন, অতীতে জেহালা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হয়ে মানুষের কল্যাণে কাজ করেছেন। আগামী দিনেও উপজেলাবাসীর সেবা করার ব্রত নিয়ে এগিয়ে যেতে চান।

এ সময় তিনি উপজেলাবাসীর দোয়া ও আশীর্বাদের পাশাপাশি সাংবাদিকদের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন এবং আশা প্রকাশ করেন যে, নির্বাচনের দীর্ঘ সময়ে সাংবাদিকরা তার পাশে থাকবেন।

মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল আর নেই

মেহেরপুর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সাবেক সভাপতি, ইটভাটা মালিক সমিতির সাবেক উপদেষ্টা, জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি গোলাম রসুল আর নেই (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর।

মঙ্গলবার বিকেল ৩টার দিকে ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, প্রায় দুই সপ্তাহ আগে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আজ মঙ্গলবার তার একটি অপারেশন হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তার আগেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর তার বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনসহ একাধিক মামলা দায়েরের পর তিনি আত্মগোপনে চলে যান।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক পুত্র, এক কন্যাসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

আজ মঙ্গলবার বাদ আসর মেহেরপুর হোটেল বাজার জামে মসজিদের সামনে মরহুম গোলাম রসুলের নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হবে।

[redacted]

[redacted]

কোটচাঁদপুরে সাবেক চেয়ারম্যানসহ পরিবারের ৬ সদস্যের জেল-জরিমানা

ঝিনাইদহ-৩ আসনের সাবেক এমপি শফিকুল আযম চঞ্চলের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও আওয়ামী লীগের দোসর কোটচাঁদপুর বলুহর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম নজুসহ তার পরিবারের ৬ সদস্যকে ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও জরিমানা করেছেন আদালত।

নজরুল ইসলাম নজু কোটচাঁদপুর থানার হাড়ভাঙা বিদ্যাধরপুর গ্রামের মৃত লালচাঁদ মিয়ার ছেলে। আদালত সূত্রে জানা যায়, গতকাল বুধবার ঝিনাইদহ জেলার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ২য় আদালতের বিচারক আবজাল হোসেন এ রায় প্রদান করেন।

মামলা সূত্রে জানা যায়, নজরুল ইসলাম নজুর নির্দেশে আসামিরা ২০২৪ সালের ২৬ মার্চ একই গ্রামের বাবলু রহমানের স্ত্রী তাসলিমা খাতুনকে এলোপাতাড়ি মারধর করেন। এ ঘটনায় কোটচাঁদপুর থানা মামলা নিতে অস্বীকৃতি জানালে ভুক্তভোগী আদালতের দ্বারস্থ হন। দীর্ঘ বিচারিক কার্যক্রম শেষে বিচারক নজরুল ইসলাম নজুসহ তার পরিবারের ৬ সদস্যকে দোষী সাব্যস্ত করে প্রত্যেককে ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা ১ হাজার টাকা করে জরিমানার আদেশ দেন।

বাদী বাবলু রহমান জানান, “এক সময়ের সন্ত্রাসী ও নানা অপকর্মের হোতা নজুর দাপটে এলাকার মানুষ অতিষ্ঠ ছিল। তার ভয়ে কেউ কথা বলতে পারত না। নানা হুমকি-ধামকির মধ্যেও আমি মামলা চালিয়ে গেছি। তবে এই রায়ে আমি সন্তুষ্ট নই, উকিলের সঙ্গে কথা বলে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেব।”

বাদীপক্ষের আইনজীবী এডভোকেট আশরাফুল আলম মালিতা বলেন, “আসামিরা একই পরিবারের সদস্য হওয়ায় বিশেষ বিবেচনায় আদালত শাস্তি কম দিয়েছেন। তবে এ রায়ে প্রমাণিত হলো অপরাধীরা যতই প্রভাবশালী হোক, আইনের ঊর্ধ্বে নয়।”

অন্যান্য আসামিরা হলেন ইয়ারুল ইসলাম, তাসলিমা খাতুন, সাদ্দাম হোসেন, কল্পনা খাতুন ও পাখি খাতুন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

করেছে পুলিশ।

গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি)এস.এম. জাবীদ হাসানের নেতৃত্বে জীবননগর থানার এসআই(নি:) মোঃ সিরাজুল ইসলাম, সঙ্গীয় অফিসার ফোর্সসহ উথলী ইউনিয়নে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে রাত ০৩.৪৫ শের সময় জীবননগর উপজেলার উথলী ইউনিয়নের সেনের হুদা এলাকা থেকে সেনেরহুদা গ্রামের মৃত আফসার আলীর ছেলে উথলী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও জীবননগর উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি আবুল কালামকে(৫৮) আটক করে পুলিশ। যার জীবননগর থানার মামলা নং ২৬।

মেহেরপুরে সাবেক চেয়ারম্যানসহ বিএনপির তিন নেতা কারাগারে

বিস্ফোরক আইনে পুলিশের দায়ের করা মামলায় মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলামসহ বিএনপির ৩ নেতাকে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

আজ রবিবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোহাম্মদ শহিদুুল্লাহ’র আদালতে জামিনের আবেদন করলে বিজ্ঞ বিচারক তাদের জামিন আবেদন না মুঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

এরা হলেন, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও আমঝুপি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম, মেহেরপুর শহরের খাঁপাড়ার মৃতু শান্ত খাঁ’র ছেলে বিএনপি নেতা আলিফ ও বোসপাড়ার মৃতু জামশেদ আলীর ছেলে রাজন।

এর আগে এই তিন আসামি হাইকোর্ট থেকে ৬ সপ্তাহের অন্তবর্তিকালীন জামিনে ছিলেন।

এই তিন নেতার নামে ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক দ্রব্যাদী আইনের ৪/৫ ধারায় মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা রয়েছে। মেহেরপুর সদর থানার

মামলা নং জিআর ৩১, তারিখ ২৬/০৫/২০২৩ ইং।

দারিয়াপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান বকুল আর নেই

মুজিবনগরে উপজেলার দারিয়াপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যানের তৌফিকুল বারী বকুল আর নেই (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

আজ শনিবার সকাল ১১ টার দিকে নিজ গ্রামে হঠাৎ অসুস্থ হলে তাকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে।

তিনি দারিয়াপুর পশ্চিম পাড়ার সাবেক মেম্বার মরহুম জিনারুল ইসলামের বড় ছেলে। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫২ বছর। সন্তান-সন্ততির মধ্যে তার দুইজন কন্যা রয়েছে।

তৌফিকুল বারী বকুল মুজিবনগর আওয়ামী লীগের রাজনীতির বিশুদ্ধ মানসিকতার বিতর্কহীন রাজনীতিজ্ঞ। তিনি দারিয়াপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান, সাবেক ছাত্রনেতা, জেলা যুবলীগের সাবেক সহ-সভাপতি, মুকুট ইট ভাটার স্বত্বাধিকারী ও জেলা ট্রাক মালিক সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। তার অকালমৃত্যুতে রাজনৈতিক, জেলা ট্রাক মালিক সমিতি ইউনিয়ন ও দারিয়াপুর ইউনিয়নে চলছে শোকের ছায়া।

ছাত্র জীবনে তিনি দারিয়াপুর মাধ্যমিক স্কুল থেকে এসএসসি ও (সীমান্ত কলেজ) বর্তমান মুজিবনগর সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেছিলেন।

মরহুমের জানাজার নামাজ দারিয়াপুর পশ্চিম পাড়া ঈদগাহ মাঠে আজ সন্ধ্যা ৭ টার সময় অনুষ্ঠিত হবে।